গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জাতীয় সংসদ ও আন্ত:মন্ত্রণালয় শাখা
মন্ত্রণালয় বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
১.	সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ সংশোধন	সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা সংশোধন করে জনবান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	সাইবার নিরাপত্তা আইন অধিকতর যৌক্তিক এবং কার্যকর হবে।	অক্টোবর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৫	
২.	মডেল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিনির্মাণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেবা প্রদান, অপারেশন সহ সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্নকরণ	এতে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা,গতিশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য মডেল হবে।	অক্টোবর, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৫	
৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা হালনাগাদকরণ	সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বেশ কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।	অক্টোবর, ২০২৪	জুন, ২০২৫	
৪.	সার্ভিস ম্যাচুইরিটি মডেল তৈরি	ডিজিটাল সার্ভিসের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে একে অধিকতর জনবান্ধব এবং ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি মডেল তৈরি করা হবে।	সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব এবং টেকসই হবে।	অক্টোবর, ২০২৪	জুন, ২০২৫	
৫.	স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে বেসরকারি প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা	স্টার্টআপ বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন এবং এ লক্ষ্যে কোম্পানির আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন সংশোধন।	কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে স্টার্টআপে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়সহ ব্যবসা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বের বর্তমান সংখ্যা ১ থেকে বৃদ্ধি করে ৩ বা ৩ এর অধিক করা হলে	০২/০৯/২০২৪	২৭/০২/২০২৫	বোর্ড সভায় প্রস্তাবটি অনুমোদনের পর শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় (AGM অথবা EGM) আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
			এসকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞগণের মতামত গ্রহণের অধিকতর সুযোগ তৈরি হবে।			সংশোধনের অনুমোদন গ্রহণ এবং সে আলোকে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হবে
৬.	জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি'র অর্গানোগ্রাম ও বেতন কাঠামো	জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি'র অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণ এবং উক্ত জনবলের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ কারিগরি জনবল-কে এ খাতে আকৃষ্ট করা।	০১ অক্টোবর ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়ন	ইলেক্ট্রনিক নথি, আবেদন পত্র, লাইসেন্স, সনদপত্র, প্রত্যয়ন পত্র, চুক্তি, আদেশ ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক দলিল, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন, ই-কমার্স ও যাবতীয় ই-সার্ভিসের অথেনটিকেশন এবং সত্যায়নে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার	• অনলাইন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে; • তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality), স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি (authentication) ও তথ্যের অপরিবর্তনীয়তা (data integrity) নিশ্চিত করা যাবে; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণ করলে প্রেরক পরবর্তীতে সেটি অস্বীকার (non-repudiation) করতে পারবে না; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরকে হাতে লেখা স্বাক্ষরের সমান বৈধতা দেওয়া হয়েছে; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের আইনগত	০১ অক্টোবর ২০২৪	এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। পর্যায়ক্রমে সকল দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সেবাপ্রার্থী, গ্রাহক ও অংশীজনের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা	

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
			বৈধতা রয়েছে; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা সম্ভব; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি; • ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে; • নিরাপদ পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং নিরাপদ ক্যাশলেস লেনদেন করা সম্ভব হবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যপক প্রচলন গ্রীন ইকনমি নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে; • TCV (Time, Cost, Visit) যৌক্তিকভাব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।		প্রয়োজন।	

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
৮.	দেশের সফটওয়্যার শিল্প সমৃদ্ধকরণে আইসিটি বিভাগকে সপৃক্তকরণ	দেশের সকল সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এর তালিকা প্রস্তুত করা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সফটওয়্যার প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণে কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা, সর্বোচ্চ পরিমান সফটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা।	বিদেশী সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মেধার পাচার রোধ করা।	১৫/১০/২০২৪	কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর বা চাহিদামাফিক সময় পর্যন্ত চলমান রাখা যেতে পারে।	এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে দেশে প্রতিবছর যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে তাদের ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দেশেই তাদের মেধার যথাযথ প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্তকরণ	১) আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় সহ সকল কর্মকর্তাকে আইসিটি ডিভিশনের আইসিটি সম্পর্কিত সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রদান করা। মাঠ পর্যায়ে অন্যান্য মন্ত্রনালয়/বিভাগ / অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমে আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা। ২) সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ ৫০(১) এ সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণে আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ।	১)প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্পের মান, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। ২) সাইবার অপরাধ প্রমাণ করা সহজ হবে এবং সঠিক অপরাধীকে চিহ্নিত করা যাবে। সর্বপরি ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে। ৩) পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে এবং সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেবা সহজিকরণ নিশ্চিত হবে।	২০২৪-১০-০১	২০২৫-০৯-৩০	

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		৩) জেলা/উপজেলায় সমন্বিত জেলা/উপজেলা সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার গঠন ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে অভিযোগ গ্রহণ, আলামত সংগ্রহ, ডিজিটাল ফরেনসিক, তদন্ত, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। ৪) আইসিটি অধিদপ্তর সারাদেশে ডি-নথি এবং ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা করছে। তাই ডি-নথি এবং ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল সিস্টেমের ধারাবাহিক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব আইসিটি অধিদপ্তরকে প্রদান করা। ৫) ই-কমার্স, এফ-কমার্স, এম-কমার্স সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম সমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইসিটি অধিদপ্তর আইটি অডিটের দায়িত্ব প্রদান করা। ৬) বৈদেশিক রেমিটেন্সের অন্যতম যোদ্ধা, সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত ফ্রি-ল্যান্সারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন ফ্রি-ল্যান্সারদের	৪) ই-কমার্স, এফ-কমার্স, এম-কমার্স এ আর্থিক জালিয়াতি রোধ, ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধিকরণ, নতুন উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ৫) দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ফ্রি-ল্যান্সারদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ৬) সেবা প্রদান সহজীকরণকল্পে সফটওয়্যার/সিস্টেম/অবকাঠামোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এর বিকল্প নেই। তৃতীয় পক্ষ নির্ভরতা কমানো, নিরাপত্তা বিধান সর্বপরি স্ব-নির্ভরতা নিশ্চিত করা হলে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব। ৭) নষ্ট ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তে সংরক্ষিত ডাটা নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরণের ফলে ডাটা সিকিউরিটি নিশ্চিত হবে। এবং ই বর্জ্য সঠিকভাবে রিসাকেল স্র ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। ৮) উন্নত ইন্টার স্পীড নিশ্চিত,			

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		সাইবার স্পেসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ফ্রি-ল্যান্সারদের ইউনিক আইডি প্রদান করা, আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত ফ্রি-ল্যান্সার KYC (Know Your Customer) নিশ্চিত করার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা। ৭) আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরাসরি যেসকল সেবা প্রদানের সাথে জড়িত সে সকল সেবার পূর্ন নিয়ন্ত্রণ আইসিটি অধিদপ্তরকে প্রদান করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ উপজেলা আইসিটি অফিসারগণ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্পাদন করেন। উক্ত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সফটওয়্যার/সিস্টেম এর অ্যাডমিন আক্সেস আইসিটি অধিদপ্তর কে দেয়া। ৮) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নষ্ট ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রি করা হয়। সঠিকভাবে রিসাইকেল না করার ফলে এতে সংরক্ষিত ডেটা সমূহ ঝুঁকির মুখে পড়ে। এ সকল ইকেক্ট্রনিক বর্জ্য রিসাইকেল করার পূর্বে সঠিক উপায়ে ডাটা বিনষ্ট করণের জন্য আইসিটি অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা। ৯) ইনফো সরকার ৩ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর মাঠ	উন্নত সেবা নিশ্চিত করা, পিপিপি এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত সরকারি অবকাঠামোর নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা। প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট এর স্পীড বৃদ্ধি করা এবং মূল্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করা ৯) মানসম্পন্ন, যুগোপযোগী, প্রয়োজনীয় ডিভাইস, সফটওয়্যার ও অন্যান্য আইটি/ আইটিএস যন্ত্রপাতি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের কাছে দায়বদ্ধ আইসিটি প্রকৌশলীদের বিকল্প নেই। এজন্য সঠিক দক্ষ জনবলের জন্য সঠিক কাজ নিশ্চিত করা। ১০) সরকারী সকল দপ্তরের সফটওয়্যার এর দ্বৈততা পরিহার, আর্থিক সাশ্রয়। ১১) সেবা সহজীকরণ, সেবার মান, ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।			

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		পর্যায়ের তদারকি কার্যক্রম আইসিটি অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর। উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি উপজেলার জন্য এনএমএস (Network Monitoring System) এর এক্সেস উপজেলা আইসিটি অফিসারের নিকট হস্তান্তর ও জেলা পর্যায়ে জেলা আইসিটি অফিসারের নিকট হস্তান্তর। ১০) সরকারী সকল দপ্তরের আইটি/আইটিএস সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার/ হার্ডওয়্যার/আইসিটি অবকাঠামো ইত্যাদি কার্যক্রমের স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন, ক্রয়, ক্রয় পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা। ১১) ইতোপূর্বে ডেভেলপকৃত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার সকল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর দ্বৈততা নিরীক্ষা করা, সোর্ড কোড যথাযথভাবে ডকুমেন্টেড আছে কি না, সুপার এডমিন আইডি ও পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কি না তা তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করে আইসিটি সেক্টরের টেকসইকরণ এবং সাইবার নিরাপত্তা বিধানকল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরকে সকল সরকারী দপ্তরের আইটি অডিটের দায়িত্ব প্রদান করা।	১২) মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ সফটওয়্যার তৈরি হবে যা সরকারি প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করবে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি কমবে। খরচ কমে যাবে এবং সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে। সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষা উন্নত হবে।			

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		১২) বিটিআরসি এর জেলা/উপজেলা পর্যায়ে জনবল নেই, তাই জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী আইএসপিদের কোয়ালিটি অফ সার্ভিস আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা। ১৩) সফটওয়্যার উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ। সরকারি সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এতে আন্তর্জাতিক মানদন্ড যেমন SO/IEC 27001 (তথ্য নিরাপত্তা), ISO/IEC 12207 (সফটওয়্যার লাইফ সাইকেল প্রক্রিয়া), এবং OWASP (নিরাপদ সফটওয়্যার উন্নয়ন) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিকল্পনায় SRS (সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন) তৈরির জন্য সিস্টেমিক প্রক্রিয়া, মান যাচাই, উন্নয়ন, টেস্টিং ও ডিপ্লয়মেন্ট ধাপগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।				
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগীকরণ	২) অর্গানোগ্রাম পূনর্গঠন। ২) নিয়োগবিধি সংশোধন/হালনাগাদকরণ। ৩) আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যোগ্য কর্মকর্তার মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। ৪) আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অন্য	১) Hierarchy এবং Authority সুনির্দিষ্ট হবে। ২) কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভূমিকা এবং দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হবে। ৩) রিপোর্টিং লাইনে যোগাযোগ মসৃণ হবে।	২০২৪-০৮-১০	২০২৫-০৯-৩০	

CamScanner

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		দপ্তরে প্রেষণ পদায়ন। ৫) বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করতে হবে। ৬) মাঠ পর্যায়ের অফিস ও কর্মকর্তাগণের নামকরণ সংশোধন।	৪) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ৫) মানবসম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে। ৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিতিতা বৃদ্ধি পাবে।			
১১.	আইসিটি বিভাগের অধীনে "বিসিএস আইসিটি ক্যাডার" সৃজন এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর /পরিপ্তর/দপ্তর সংস্থায় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত কর্মরত ৯ম গ্রেড এবং তদুর্ধ্ব সকল আইসিটি কর্মকর্তাকে এনক্যাডারভুক্তকরণ	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর সকল কম্পিউটার পার্সোনেল-কে নিয়ে বিসিএস (আইসিটি) ক্যাডার সৃজনের লক্ষ্যে আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক গ্রহীত উদ্যোগ বাস্তবায়ন।	১) আইসিটি সংশ্লিষ্ট সিস্টেম উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, হালনাগাদ এবং পরিচালন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্মদ্বৈততা হ্রাস পাবে, উত্তমচর্চা বৃদ্ধি পাবে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সরকারি ব্যয় সাশ্রয় হবে। ২) দক্ষতা চাহিদা অনুসারে দ্রুততম সময়ে আইসিটি জনবলকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থায় পদায়ন ও বদলীর মাধ্যমে জনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ৩) সরকারি ই-সার্ভিসমূহের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন এবং গবেষণা পরিচালনা সহজতর হবে। ৪) ইন্টারপোরেবল ই-সেবা উন্নয়নে আন্ত:মন্ত্রণালয়/আন্ত:সংস্থামূলক সমন্বয় সাধনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	২০২৪-১০-০১	২০২৫-০৯-৩০	

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
			৫) বর্তমান সময়ের উদীয়মান সম্ভাবনাময় আইসিটি ভিত্তিক সরকারী সেবায় মেধাবী তরুণরা আকৃষ্ট হবে।			
১২.	সিকিউরড ডাটা এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্ম প্রস্তুত	সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কাছে বিভিন্ন ধরনের ডেটা থাকে। এইসকল ডেটা অন্য অন্য মন্ত্রণালয়/ সংস্থা যখন এক্সেস করতে চায় তখন নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়। এ সকল সমস্যা নিরসনে আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিকিউরড ডাটা এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্ম প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষন করা যেতে পারে।	ডেটার দ্বৈততা পরিহার করে আর্থিক ক্ষতি কমানো।	২০২৪-১০-০১	২০২৫-০৯-৩০	
১৩.	সাইবার সিকিউরিটি এডভান্সমেট	DoICT সেন্ট্রাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুকরণ।	সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাইবার হামলা প্রতিরোধে সক্ষমতা অর্জিত হবে।	২০২৪-১০-০১	২০২৫-০৯-৩০	
১৪.	নষ্ট ইলেকট্রনিক্সে সংরক্ষিত ডেটা বিনষ্টকরণ পলিসি	নষ্ট বা অকার্যকর ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো (যেমন: হার্ড ড্রাইভ, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ) যেগুলোতে সংবেদনশীল তথ্য সংরক্ষিত থাকে, সেগুলোর ডেটা নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার জন্য একটি নীতিমালা। এই নীতিমালায় ডেটা বিনষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন ডেটা ওভাররাইটিং, ডিগাউসিং, ফিজিক্যাল ডেস্ট্রাকশন, এবং ডেটা শ্রেডিং সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে।	১) নষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে সংবেদনশীল তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি হ্রাস। ২) নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য-সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলা নিশ্চিতকরণ। ৩) ডেটা মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় কর্মীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	২০২৪-১০-০১	২০২৫-০৩-৩১	প্রাথমিকভাবে, নষ্ট ইলেকট্রনিক্স থেকে ডেটা বিনষ্ট করার জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত গ্রহণ

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
						করে চূড়ান্ত পলিসি বাস্তবায়ন করা হবে।
১৫.	ডিজিটাল স্বাক্ষরের আওতা বৃদ্ধি	সরকারি সকল কার্যক্রমের ডিজিটাল প্লাটফর্মে ই-সাইন ব্যবহার চালু করার জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা।	তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ডিজিটাল প্রতারণা রোধ হবে।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	জুন, ২০২৫	
১৬.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্রের Accreditation	বিসিসি হতে প্রদত্ত বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদপত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতির লক্ষ্যে এনএসডিএ/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট বিদেশী সংস্থার এর অনুমোদন গ্রহণ করা।	সনদের Accreditation থাকলে প্রশিক্ষিত জনবলের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃজন হবে।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	জুন ২০২৫	
১৭.	জিআরপি সেবা সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থায় চালু করা	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে জিআরপি সফটওয়্যার পর্যায়ক্রমে চালু করা।	ক) সরকারি দপ্তরের অভ্যন্তরীন সেবা অটোমেশন; খ) সরকারি অর্থের সাশ্রয়; গ) সেবার মান বৃদ্ধি।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ ডিসেম্বর ২০২৪	
১৮.	প্রশিক্ষণের আওতাবৃদ্ধি	ক) বিসিসির নিয়মিত আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ। খ) প্রতিবন্ধী, থার্ড জেন্ডার ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি। গ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন।	ক) প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি হবে এবং দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। খ) অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪		
১৯.	জাতীয় ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জাতীয় ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এর অবকাঠামো ও রিসোর্স বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান ডাটা	ক) তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; খ) সরকারি আয় বৃদ্ধি; গ) দক্ষ জনবলের যথোপযুক্ত	১ অক্টোবর ২০২৪		

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		সেন্টারসমূহ একীভূতকরণ।	ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।			
২০.	চলমান প্রকল্পের অঙ্গ সংস্কার ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ	ক) বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অঙ্গসমূহ যৌক্তিকীকরণ ও পরিমার্জন; খ) বিভিন্ন ভেন্ডার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা।	ক) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি; খ) সেবা সহজীকরণ; গ) প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস।	৫ অক্টোবর ২০২৪		
২১.	আইন-বিধি	বিদ্যমান আইন-বিধিসমূহ পর্যালোচনা, সংশোধন ও পরিমার্জন।	আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ এবং জনবান্ধব নীতি কাঠামো তৈরি।	১ অক্টোবর ২০২৪		
২২.	My Locker বাস্তবায়ন	ডিজিটাল তথ্যের সুরক্ষিত ভান্ডার তৈরি করা।	জনগণের ব্যয় ও হয়রানি কমাতে পেপারলেস পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক কনস্যুলার কনভেনশন অনুযায়ী ডেটাবেজ সংরক্ষণ ও সেবা সরবরাহ, সরকারি তহবিলের স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং দৈনন্দিন জীবন সহজ করা।	১০ অক্টোবর ২০২৪		
২৩.	বিসিসিকে সেন্ট্রাল রেগুলেটরি এক্সিলেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।	আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত নীতিমালা/কাঠামো প্রণয়নে বিসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সরকারকে পরামর্শ প্রদান।	প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিসিসিকে একটি রেগুলেটরি এক্সিলেন্স সেন্টার হিসেবে স্থাপন, যা দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ নীতিমালা/কাঠামো আপডেট এবং পুনর্বিবেচনার কাজ করবে।			
২৪.	গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা অনুদান তহবিল গঠন	তরুন প্রজন্মকে বৃত্তি/অনুদান প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ	ক) ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং গবেষণা ও ইন্টার্নশিপ সুবিধা প্রদান; খ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন এবং	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৬খ্রি.	

ক্রমিক নম্বর	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের শিরোনাম	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের বর্ণনা	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রমের কাঙ্খিত ফলাফল	সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা/ কার্যক্রম সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
		এবং তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।	সাইবার নিরাপত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হবে; গ) অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তরুন প্রজন্মকে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান।			
২৫.	বিসিসির জনবল কাঠামো পরিমার্জন	ক) বিদ্যমান জনবল যৌক্তিকীকরণ; খ) কর্মসূচী ও প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাভোগীকে সরাসরি পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি; গ) মেশিন লার্নিং, এআই, ব্লক চেইন, সাইবার সিকিউরিটি অনুবিভাগ/সেল সৃজন।	ক) গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজ তরান্বিত হবে; খ) ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি-তে দক্ষ জনবল ধারণ; গ) বিকশিত প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদান।			

১২/০২/২০২৪

তওহীদ আহমদ সজল
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

CamScanner